Vol : 2 No. 1 : March 2016 SUCHINTA 3

সুচিন্তা

সম্পাদনা

রঞ্জিত সেন

BI-ANNUAL Research Journal of Social Science
Edited by Ranjit Sen
ISSN No. 1523-2349-526X
Vol.- II. No - I, March, 2016

Copy Right Editor
Phone Ed. (033) 2462-0609
Mo. : 9830427678/9836843486

Sales Counter :
206 Bidhan Sarani, Kolkata - 700 006
Mobile : 9432062928

সুচিন্তা
মানববিদ্যার আন্তর্শৃঙ্খলার ষাণ্মাষিক পত্রিকা
দ্বিতীয় বর্ষ, প্রথম সংখ্যা, মার্চ, ২০১৬
পরিচালনায় : গড়িয়া সুচিন্তন সোসাইটি ফর কালচার
প্রকাশক : সূর্যেন্দু ভট্টাচার্য
রূপালী
সুভাষপল্লী, খলিসানী
চন্দননগর, হুগলী - ৭১২১৩৮
ফোন : ৯৪৩২০৬২৯২৮
অফিস :
৩৩/১ এন. এস. রোড, কলকাতা - ১
বিক্রয়কেন্দ্র :
২০৬ বিধান সরণি, কলকাতা - ৬
ফোন : ৮৪৭৯৯১২৩৬২
প্রচ্ছদ - দেবাশিস সাহা
মুদ্রক : রবীন্দ্র প্রেস
১১এ, জগদীশ নাথ রায় লেন, কলকাতা - ৭০০ ০০৬

মূল্য : ১৫০ টাকা

সম্পাদকীয়

'সুচিন্তা'র তৃতীয় সংখ্যা প্রকাশিত হল। সমাজবিদ্যার নতুন উদ্ভাবনী বিকাশের এটি একটি বড় পদক্ষেপ। এই পত্রিকার তিনটি বৈশিষ্ট্য — সততা, মৌলিকতা ও স্বকীয়তা। এই পত্রিকার জন্য যাঁরা প্রবন্ধ লেখেন, এই পত্রিকার প্রবন্ধ যাঁরা পড়েন এবং এই পত্রিকার প্রবন্ধ নিয়ে যাঁরা বিতর্ক করেন বা প্রতর্কের সূত্রপাত করেন তাঁরা সকলেই এক বিরাট বিদ্যার্থী সমাজের মানুষ যাঁরা প্রাণিত হন প্রত্যহ কোনো নতুন উদ্ভাবনের উৎসাহে, জেগে ওঠেন কোনো নতুন ঔৎসুক্যে আর সজাগ থাকেন অভিনব কোনো আলোর সম্মোহে। এই বৃহত্তর বিদ্যার্থী সমাজ হল সুচিন্তার পরিবার — ব্যাপ্ত, প্রসারিত, উদ্বোধিত এক মানবসমাজ যাঁরা 'সুচিন্তা'কে কোনো একটি ক্ষুদ্র পত্রিকা বলে মনে করেন না — মনে করেন একটি 'স্কুল অফ থট' রূপে — যার লক্ষ্য হল মুক্তি — প্রথাগত চিন্তার আড়ষ্টতা থেকে মুক্তি, অভ্যস্ত বোধের শৃঙ্খল থেকে মুক্তি, যুক্তিহীন আবেগের পরিমণ্ডল থেকে মুক্তি। সুচিন্তা হল এক কথায় তাই — আবেগের বিকল্প, যুক্তির সংকল্প, মুক্তির প্রকল্প। এই পত্রিকা আহ্বান করে সকলকেই — দূরের কাছের সকলকেই — ধর্ম-বর্ণ-জাতি-নিরপেক্ষ সকলকেই। আমরা চাই সুশীল সমাজ বা নাগরিক সমাজকে উদ্বোধিত করতে, গড়ে তুলতে আমাদের একান্ত দেশীয় জাতীয় ভারতীয় মূল্যবোধ। আমাদের চিন্তার একটি ফলিত দিক আছে - বিজ্ঞানের ফলিত (applied) দিক যেমন প্রযুক্তি সেইরকম শুদ্ধ সমাজবিজ্ঞানের ফলিত দিক হল 'সুচিন্তা', পৃথিবীর যে কোনো শুদ্ধজ্ঞানের প্রায়োগিক সার্থকতা দরকার হয়। বিজ্ঞানকে সমাজমনস্ক করার এবং সমাজকে বিজ্ঞান মনস্ক করার সবচেয়ে সহজ হাতিয়ার হল 'সুচিন্তা'। আমরা কোনো নির্দিষ্ট ভাবাদর্শকে নিজেদের মতাদর্শ বলে প্রচার করিনা। আর করিনা বলেই 'সুচিন্তা' হয়ে উঠেছে সকল শুভচিন্তার আবাসস্থল, বিভিন্ন বিদ্যাশৃঙ্খলার সহাবস্থানের কাঙ্ক্ষিত ক্ষেত্র। আজকের দিনে বিদ্যালয়, উচ্চবিদ্যালয়, মহাবিদ্যালয়, বিশ্ববিদ্যালয়ের কর্তৃপক্ষ তরুণ ভারতকে - Young India কে — বোঝে না। বোঝে না বলেই আজকের ভারতে শিক্ষাক্ষেত্রে এত গোলযোগ। 'তরুণ-ভারত'-এর বাংলাভাষী অধ্যায়কে, উদীয়মানদের যে প্রজন্মমণ্ডল তাকে, নবারুণের আলোকদীপ্ত উদ্যোগ ও উদ্দীপনাকে 'সুচিন্তা' প্রাঙ্গন দিতে চায় যেখানে সম্ভাবনার মুকুল কুসুমের ফুল্লতায় আত্মপ্রকাশ করতে পারে। আমরা চাই সুনির্দিষ্ট মূল্যবোধ, সুসংগঠিত জাতি, সুসংবদ্ধ সমাজ, 'সুচিন্তন' সেই উদ্দেশ্য নিয়ে গঠিত একটি সংগঠন। 'সুচিন্তা' তারই চৈতন্য — সমাজ প্রতিশ্রুতির ইস্তাহার।

বাংলা উপন্যাসে কৃষক আন্দোলন : ২৪ পরগনা

মহীতোষ গায়েন

ভারতবর্ষের কৃষক আন্দোলনের ইতিহাসে ২৪ পরগনার কৃষক আন্দোলন একটি তাৎপর্যপূর্ণ অধ্যায়। বিংশ শতাব্দীর প্রথমার্ধে এই কৃষক আন্দোলন যেভাবে আর্থ-সামাজিক ও রাজনৈতিক প্রেক্ষাপটকে এক ভিন্ন গতি ধারায় প্রবাহিত করেছিল তার তত্ত্ব তালাশের ছাপ ফুটে ওঠে বাঙালি বুদ্ধিজীবীদের লেখায়। বাঙালি বুদ্ধিজীবীরা তাদের উপন্যাস, প্রবন্ধ ও গল্পে কৃষকদের দুঃখ, দারিদ্র, শোষণ ও বঞ্চনার ছবি এঁকেছেন অসামান্য দক্ষতায়।

শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় 'পল্লীসমাজ', 'শ্রীকান্ত', 'মহেশ', 'অভাগীর স্বর্গে'-ও তার নিদর্শন তুলে ধরেছেন। তারাশঙ্কর, মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় -ও তাদের রচনায় কৃষক জীবনের বঞ্চনা এবং সংগ্রামের কথা সুস্পষ্ট সমর্থনের পরিচয় রেখেই লিখেছেন, চল্লিশের দশকের শেষে তেভাগা আন্দোলন তীব্র হয়ে ওঠার সময় থেকে এটা প্রবল হয়ে ওঠে।[১]

বিশ শতকের বুদ্ধিজীবী লেখক তারাশঙ্করের 'পঞ্চগ্রাম' উপন্যাসটি কৃষক জীবন যন্ত্রণার এক জ্বলন্ত প্রতিচ্ছবি। উপন্যাসে তিনকড়ির গোরু কঙ্কণার বাবুরা ধরে বেঁধে রেখেছিল। তিনকড়ি ও রহিম শেখ দুজনে ছুটেছিল সে গোরু ছড়িয়ে আনতে, রহিম বাবুকে বলে — "গরুটাকে মেরে জখম করে দিছে শুনলাম? হিন্দু বেরাহ্মণ তুমি?"[২] এখানে ব্রাহ্মণদের অনাচার যেন ২৪ পরগনার জমিদার শোষণেরই চিত্ররূপ।

সাবিত্রী রায় তার 'পাকাধানের গান' উপন্যাসে তিরিশের দশকে বাঙালি বিপ্লবাত্মক আন্দোলনের পট এঁকেছেন অত্যন্ত দরদ দিয়ে। ভেড়ির জল নিয়ে কৃষকরা যে আন্দোলনে সামিল হয়েছিল লেখিকা তাও তুলে ধরেছেন। — "চব্বিশ পরগনার কৃষক আন্দোলন চলছে ভেড়ির জল নিয়ে। ভেড়ির জল ছাড়বেনা জমিদার। তার ফলে বিরাট অঞ্চল জুড়ে জমি অকেজো হয়ে উঠেছে।"[৩] পরিচয় পত্রিকায় এই গ্রন্থের সমালোচনাকার নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়ের সূত্র ধরে বলা যায় পাকাধানের গানের যে ধ্রুপদী সঙ্গীত তা বাংলাদেশের ধানের ক্ষেতের মতোই দূর দূরান্তে দিক দিগন্তে বিকীর্ণ। তেভাগা আন্দোলনকে কেন্দ্র করে এমন একটি রোমান্স ভরা উপন্যাস বাংলা সাহিত্যে বিরল।

সহকারী অধ্যাপক, ইতিহাস বিভাগ, শ্রীরামকৃষ্ণ সারদা বিদ্যামহাপীঠ, কামারপুকুর হুগলি